রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১৪৭.০৭.০০৩.১৯-২৯৯**—গত ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা- বৈঠকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করিল :

'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা, ২০২২'

১.০ প্রস্তাবনা ও পরিপ্রেক্ষিত :

১.১ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ ও কর্মসংস্থানের উৎস্য হিসাবে এই খাতের উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম চলমান। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব পরিমন্ডলে স্বীকৃত। দেশে মোট উৎপাদিত মৎস্যের ১৪.৯০% সমুদ্র হইতে আহরিত হয়।

১.২ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা দিয়াছিলেন, "মাছ হইবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় ১০ (দশ)টি মৎস্য-ট্রলারযোগে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের শুভসূচনা করিয়াছিলেন। একই সময়ে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন পরিপূরণে এই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ দুইটি ছিল সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য উদ্দীপনামূলক।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

১.৩ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় গত ১৪ মার্চ ২০১২ খ্রি. তারিখে ITLOS এবং ০৭ জুলাই ২০১৪ খ্রি. তারিখে PCA -এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের সহিত সীমানা নির্ধারণের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সামুদ্রিক এলাকা অর্জিত হইয়াছে। সরকারের সুনীল অর্থনীতির রূপরেখায় সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় সামুদ্রিক মৎস্য খাতকে কাজে লাগাইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা প্রদান করিবার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১.৪ বিশাল সমুদ্র এলাকায় সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় সুনীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন সময়ের দাবি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রণীত ডেল্টা প্ল্যান মোতাবেক কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং জীবিকা নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে ২১০০ খ্রিষ্টাব্দের জন্য কৌশল হইল-দীর্ঘ মেয়াদে মৎস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবার জন্য জীববৈচিত্র্য বজায় রাখা, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সুনীল অর্থনীতির অধীন সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করা, সমুদ্রের গভীর ও অগভীর স্থানে সহনশীল মৎস্য আহরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১-এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক—দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, যাহা ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হিসাবে সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্রের অবসান, ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষির প্রসার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল জাতীয় পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের অবদান গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইয়াছে।

১.৫ রূপকল্প, ২০২১ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এবং ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০-এর কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিয়া প্রাণিজ পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচন এবং প্রক্রিয়াজাত সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিবার মাধ্যমে উল্লিখিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামুদ্রিক মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার। এই বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

২.০ **রূপকল্প :**

টেকসই সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩.০ **অভিলক্ষ্য :**

৩.১ আইন, বিধি ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পরিপালন করিয়া চাহিদাপূরণে সামুদ্রিক মৎস্যের আহরণ বৃদ্ধি।

৩.২ সমুদ্রে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মেরিকালচারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উপযোগিতা বৃদ্ধি।

৪.০ **উদ্দেশ্য :**

৪.১ জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য নির্ণয়।

৪.২ উপকুলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের টেকসই আহরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিধি-বিধান-এর সহিত সংগতি রাখিয়া দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন।

৪.৩ সামুদ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগী মৎস্য আহরণ পদ্ধতি অবলম্বন।

৪.৪ সকল প্রকারের সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান তালিকাভুক্তকরণ, আহরণের সক্ষমতা নির্ধারণ ও উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ।

৪.৫ মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উপর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৪.৬ সামুদ্রিক ও উপকুলীয় দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial planning) প্রস্তুত করা।

৪.৭ জাতীয়ভাবে গৃহীত সুনীল অর্থনীতি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৪.৮ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রমের উন্নয়নে দেশি, বিদেশি ও যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান।

৪.৯ অবৈধ অনুল্লিখিত ও অ-নিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.১০ মেরিকালচার এলাকা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন এবং এই সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান।

৫.০ **সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ও উহার বৈচিত্র্য :**

৫.১ জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মৎস্য, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ১৩ প্রজাতির প্রবাল এবং ১৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল পাওয়া যায় (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০২১)। পাশাপাশি সুন্দরবন স্বাদু, আধা-লবণাক্ত ও সামুদ্রিক সকল প্রজাতির মৎস্যের